১৯-০৩-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের স্মরণ কোনো সাধারণ নয়, যাঁকে তোমরা এই চোখে দেখতে পাও না, তাঁকে স্মরণ করো আর তাঁর স্মরণেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়"

প্রশ্ন :- কোন্ একটি স্বভাব ত্যাগ করলে সব গুণ স্বত: চলে আসবে ?

উত্তর :- অর্ধকল্প ধরে দেহ - অভিমানে থাকার যে অভ্যাস পাকা হয়ে গেছে, এখন এই অভ্যাস ত্যাগ করো । শিব বাবা, যিনি অতি প্রিয়, তাঁকে স্মরণ করো । কোনো দেহধারীকে স্মরণ না থাকলে তোমাদের যোগ্যতা এসে যাবে ফলে ত্রুটি দূর হয়ে যাবে । আত্মা পবিত্রতার সাগর হয়ে যাবে । খুশীর পারদ চড়ে থাকবে । সব গুণও স্বত: আসতে থাকবে ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তাদের বেহদের বাবার মহিমা শুনেছে, আর বাচ্চাদের সামনে বেহদের বাবা সম্মুখে বসে আছে । প্রত্যেক বাচ্চার বুদ্ধিতে এই কথা অবশ্যই আসা উচিত যে, আমরা সেই শিব বাবা, যাঁর এই মহিমা, তাঁরই সম্মুখে বসে আছি আর তাঁর থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের বর্সা নিচ্ছি । এই স্মরণ আসলেই খুশীর পারদ চড়া উচিত । এমন নয় যে, যেই সময় সামনে বসে শোনো, তখনই স্মরণ থাকে আর পরে আবার ভুলে যাও । না, ভুলে যাওয়া উচিত নয় । বাচ্চারা জানে যে, তারা আবার নতুন করে রাজ্য - ভাগ্য গ্রহণ করছে । তাই বুদ্ধি চলে যায় সেই নিরাকার বাবার দিকে । তাঁকে বুদ্ধির দ্বারাই জানা যায় । দিনরাত বুদ্ধিতে এই কথাই স্মরণে থাকা উচিত যে -- আমরা বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি । নিশ্চয়তা তো পাকা হতেই হবে । লৌকিক বাবা - মার প্রতি যেহেতু নিশ্চয়তা থাকে তাই তাদের প্রতি থোড়াই সংশয় আসে । কিন্তু এ হলো নতুন কথা । বুদ্ধির দ্বারাই বাবাকে জানা যায় । বাচ্চারা জানে যে, aআমরা শিব বাবার হয়েছি, তাঁর থেকেই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যাবে । আমরা কল্প - কল্প এই বাবার থেকেই আশীর্বাদী বর্সা পেয়েছি । বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণে আসে । বাবা, আপনার কাছ থেকে আমরা আবার বিশ্বের রাজত্ব পাচ্ছি । আমরাই হলাম অধিকারী । যখন আমরাই অধিকারী তখন আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । লৌকিক বাবার থেকে আমরা সম্পত্তি নিই তখন তার কথা তো অনেকেই স্মরণে আসে । এতে আনকমন কথা হলো এটাই যে, বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের পাপ ভস্ম হবে এই কারণেই বাবাকে স্মরণ করতে হয় । লৌকিক বাবার স্মরণ তো অটোমেটিক্যালি এসে যায় । এই চোখ দিয়েই তাকে দেখা যায় । বাচ্চা জন্ম হলেই মাম্মা - বাবা বলতে থাকে । এই বাবাকে খালি চোখে দেখা যায় না । বুদ্ধি দিয়েই স্মরণ করতে হবে । আমরা ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবার সন্তান হয়েছি আর ২১ জন্মের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার জন্য শ্রীমত অনুসরণ করে পুরুষার্থ করতে থাকছি । এতে সবার প্রথমে হলো পবিত্রতা । তোমরা যত স্মরণ করবে ততই পবিত্র হতে থাকবে । এমন ভেবো না যে এখনো আমরা বাচ্চাই । বাবাকে স্মরণ না করলে তো বিকর্ম বিনাশ হবে না । অনেক বাচ্চারা মনে করে, আমরা তো বাচ্চাই এখনো তাই তারা আর বাবাকে স্মরণ করে না । মানুষ বলে না --- মুখে রাম - রাম বলো । কিন্তু এই রামের (শিব বাবার) তো চিত্রই নেই, তাই মানুষের বুদ্ধিযোগ ওই রামের দিকে চলে যায় । সদ্গতিদাতা শিবকে তো সবাই ভুলে গেছে ।

এখন তোমরা জানো যে, শিব বাবা এসেছেন । আগে তো অবশ্যই রচয়িতা শিব বাবা এসেছিলেন, তবেই তো স্বর্গের রচনা রচিত হয়েছিলো । এরপরে রাম রাজ্য চলেছিলো । এখন তোমরা সত্যযুগ এবং ত্রেতাতে রাজ্য করার জন্য বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছো । এই কথা বুদ্ধিতে চলতে থাকা উচিত । পরম পিতা পরমাত্মা শিব একবারই আসেন । রাম – সীতা, লক্ষ্মী – নারায়ণ ইত্যাদি একবারই আসেন । যদিও পুনর্জন্ম নেন কিন্তু নাম, রূপ, দেশ, কাল সমস্তকিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায় । রাম – সীতাও প্রালব্ধ ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম নেন । এই জ্ঞান বুদ্ধিতে বিন্দু বিন্দু পড়া উচিত তাহলেই খুশী থাকবে । কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । স্বর্গের রচয়িতা বাবার থেকে তোমরা এই সময় আশীর্বাদী বর্সা পেতে পারো । বেহদের বাবাকে তো সবাই স্মরণ করেন । বাবা যেহেতু নতুন সৃষ্টির রচনা করেন তাই সবাই খুশী থাকে । এই সময় তো সকলেই দুঃখী । এই নাটকও সুখ আর দুঃখ নিয়েই বানানো হয়েছে । সুখের সময় কারা রাজত্ব করে ? প্রথমে লক্ষ্মী – নারায়ণ তারপর ত্রেতায় রাম – সীতা, তোমরা জানো যে, এতো বছর ধরে এই ঘরানার রাজত্ব চলে । খৃষ্টানরা ভাববে ক্রাইস্ট এই স্বর্গ রাজ্যের রচনা করেছিলেন । এরপর এডওয়ার্ড দ্য ফার্স্ট, এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ডে রাজ্য করেছেন । সবই তো অতীত হয়ে যায়, তাই না । ভারতবাসীরা তো কিছুই জানে না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সত্যযুগে লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজ্য ছিলো, যাকে হেভেন বা স্বর্গ বলা হয়, যা একমাত্র বাবাই স্থাপন করেন । তিনি পতিত দুনিয়াতে আসবেন, তবেই তো পবিত্র বানাবেন । এই কথা মনে রাখা উচিত । আমরা বাবার শ্রীমতে চলে সেই বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা গ্রহণ করছি আর ধারণাও করছি । এই কথা ভোলা উচিত নয় । বরাবর শিব বাবা আগের কল্পেও এসেছিলেন যার স্মরণ এখনো আছে । এখন আবার আবার এসেছেন । প্রথমে আসেন নিরাকার শিব বাবা, তিনি এসে তোমাদের দেবী – দেবতা বানান । সত্যযুগে প্র্যাকটিকালি লক্ষ্মী –নারায়ণই রাজত্ব করবেন । এরপর ভক্তিমার্গে পূজারী হয়ে দেবী দেবতার চিত্র বানাবে । এই সময় লক্ষ্মী – নারায়ণের কোনো অ্যাকিউরেট চিত্র তো নেই কিন্তু এরপর প্র্যাকটিকালি আসবে । এখন শিব বাবা তোমাদের ব্রহ্মার দ্বারা প্র্যাকটিকালি পড়াচ্ছেন । এ কত সহজ কথা । আর কোনো স্কুলে এমন বলবে না যে, তোমাদের আত্মা পড়ছে বা টিচারের আত্মা আমাদের পড়ায় । ওখানে মানুষ মানুষকে পড়ায় । বাস্তবে আত্মাই পড়ায় । আত্মাই তার অরগ্যান্স দ্বারা পড়ে । আত্মাই বলে, আমি এখন ব্যরিস্টার হয়ে গেছি । শিক্ষার দ্বারাই ব্যরিস্টার হয় । আর এখানে হলো আশ্চর্যজনক কথা । নিরাকার শিব বাবা নিরাকার আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছেন । আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে । মানুষ এই কথা ভুলে যায় । নিরাকার বাবা এই ব্রহ্মার দ্বারা বুঝিয়ে বলেন । তাঁর একটাই নাম, শিব । তোমরাও যখন বলো শিব বাবা, তখন বুদ্ধি উপরের দিকে চলে যায় । লৌকিক বাবাকে স্মরণ করলে শরীর স্মরণ এসে যাবে । শিব বাবার তো শরীর নেই । পরমাত্মার মন্দিরও হলো নিরাকার রূপের । আকারী হলো দেবতা আর সাকারী মানুষ । তিনিহলেন নিরাকার শিব, এখন তোমাদের আত্মা নলেজফুল হচ্ছে । বাবা বলেন, আমি হলাম নিরাকার । আমার মধ্যেই সৃষ্টির আদি – মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে । আমিই তোমাদের এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা পড়াই । তোমরাও আমারই মতো নলেজফুল হয়ে যাও । এই নলেজ নিরাকার বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারেন না । নিরাকার পরমাত্মাকেই ব্লিসফুল, পতিত – পাবন বলা হয় । বাবা বলেন, আমিই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে তাকে নতুন দুনিয়া বানাই । যেমন আমি নিরাকারের মধ্যেও সম্পূর্ণ জ্ঞানের ঝাড় আছে, ঠিক তেমনই আমি তোমাদের আত্মাকেও বানাই । তোমাদের আত্মাও এমনই নলেজফুল হয়, তোমাদের আমি আমারই মতো বানাই । এই সৃষ্টির আদি –

মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শুনলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা - রাণী হতে পারবে । মানুষ কখনোই মানুষকে দেবতা বানাতে পারে না ।

বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর । বাচ্চাদের তিনি যখন তাঁর তুল্য বানান তখন বাচ্চাদের মধ্যে তাঁর সব গুণ হওয়া উচিত । এরপর তোমরা যখন দেবতা হয়ে যাবে তখন তোমাদের কোয়ালিফিকেশন পরিবর্তন হয়ে যাবে । বাবার কোয়ালিফিকেশন আলাদা, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তোমাদেরও তেমন হতে হবে । বাবা হলেন পবিত্রতার সাগর । আমরা অর্ধেক কল্প পবিত্র থাকি । বাবা বলেন ড্রামা অনুসারে তোমরা পতিত হও আমি আবার এসে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য পবিত্র বানাই । তোমরা কেবল আমার শ্রীমতে চলো, আমাকে স্মরণ করো, দ্বিতীয় আর কাউকেই স্মরণ করো না । আমিই তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই । বাবাকে ভুলে অন্য কারোর স্মরণে যদি থাকো, তোমাদের মধ্যে ত্রুটি থেকে যাবে । শিব বাবা হলেন অতি প্রিয়, সবার থেকে প্রিয় হলেন বাবা । তোমাদের নামে "বন্দে মাতরম্" গায়নও আছে । তোমাদের আত্মা পবিত্র তৈরী হয় । তোমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করো তাই তোমাদের নাম শিব শক্তি পাণ্ডব সেনা নামে খ্যাত হয় । তোমরাই হলে পাণ্ডব কেননা পরমধামের যাত্রায়, যুদ্ধের ময়দানে তোমরাই দাঁড়িয়ে আছো, মায়াকে জয় করার জন্য । বাচ্চারা জানে, আমাদের বাবার মতো মাস্টার জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হতে হবে । দেহের অহংকারও চূর্ণ হওয়া উচিত । জন্ম - জন্মান্তর ধরে তোমরা দেহ ধারণ করেছো তাই সেই অভ্যাস পাকা হয়ে গেছে । এখন এই অভ্যাসের ত্যাগ করা উচিত । বাবা যেমন নিরাকার, তাহলে দেহ - অভিমান কোথা থেকে আসবে ? তোমাদেরও এই পুরানো দেহকে ছেড়ে আমার কাছে আসতে হবে । বিনাশ যখন হয় তখন কিছু কারণ তো থাকবেই । সমান্যতম জিনিসেরও বিনাশ হয়ে যায় । এখন আমি তোমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করে তুলি । সেখানে সর্বদা সুখই সুখ । এক হলো সুখধাম আর এক এক শান্তিধাম, আর এ হলো দুঃখধাম । এই দুনিয়াকে অশান্ত করেছে রাবণ আর শান্তি এনে দেন পরমপিতা পরমাত্মা । কেউ বলে, মনের শান্তি চাই । বলো কেমন শান্তি চাই ? এ তো হলো দুঃখধাম, তোমরা কি সুখধামে যেতে চাও ? বাবার স্মরণ করলেই তোমরা সুখধামে যেতে পারবে । তোমাদের অশান্ত করে মায়া - রাবণ, যে এখন এখানে হাজির । মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে অশান্তকারী রাবণ থাকে না তাই এখন নিজের ঘরে ফিরে চলো । যদি তোমরা সত্যযুগে যেতে চাও, তাহলে চলো । প্রত্যেক আত্মা জীবনমুক্তি অবশ্যই চায় । আবার এমনও নয় যে, সকলেই সত্যযুগে বা জীবনমুক্তিতে যাবে । সে তো কেবল তোমরা বাচ্চারাই যাও । বাকি যে আত্মারা উপর থেকে আসে, প্রথমে তারা জীবনমুক্তিতে থাকে । তখন মায়ার ছায়া বা প্রভাব লাগে না । তারা সতোপ্রধান হয়ে তারপর সতো, রজ এবং তমোতে আসে । মায়া থাকা স্বত্তেও আত্মারা সুখ অবশ্যই ভোগ করবে । দুঃখ হতে পারে না কেননা সকলেই পবিত্র । এরপর অপবিত্র হলে দুঃখ পাবে, এমন না এলেও দুঃখ পায় । এই সুখ - দুঃখের খেলা বানানোই আছে ।

বাবার এই খেয়াল চলতে থাকে যে -- মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য বোর্ড লাগানো উচিত । শুধু মাত্র চিত্র দেখে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । মনে করো শিব বাবার চিত্র রাখলে আর নীচে লিখে দিলে --এই সার্বভৌম দেব দুনিয়ায় তোমাদের জন্মগত ঈশ্বরীয় পিতার অধিকার । মানুষ ছবি দেখে বলবে, ভগবান থোড়াই এমন হয় । ভগবানের রূপ কেমন ? তবুও লেখা থাকে, ভাই এবং বোনেরা তোমরা বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের সদা সুখ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । এ তো যখন কেউ সামনে আসবে তখন বোঝানো যাবে । নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় । দিন - প্রতিদিন অনেক ছোটো

বানাতে হয় । পরের দিকে আরো ছোটো হতে থাকবে । মনমনাভব, বাবাকে স্মরণ করো আর তাঁর থেকে বর্সা নাও । তাই লেখা উচিত -- ভাই - বোনেরা, তোমরা সত্যযুগের ২১ জন্মের রাজত্ব বাবার থেকে এসে প্রাপ্ত করো এই যুদ্ধ শুরুর আগে । এই লড়াইয়েই স্বর্গের দ্বার খুলে যায় । এ কথা এই দুনিয়ার কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, এই লড়াইয়ের দ্বারাই ভারত সুখধামে পরিণত হবে । ওরা চেষ্টা করে যাতে লড়াই না লাগে । তোমরা জানো যে এই মহাভারী মহাভারতের লড়াইয়েই মহাবিনাশ হবে । সমস্ত আত্মাদেরই অবশ্যই ফিরে যেতে হবে কেননা খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে, আবার নতুন করে অভিনয় করতে আসবে । তাই যুক্তি দিয়ে লিখতে হবে ।

তোমরা হলে রুহানী পান্ডা, ওরা হলো দেহধারী পান্ডা । তোমরা নিজেদের দেহ থেকে পৃথক বিদেহী আত্মা মনে করো, তোমরা জানো যে , বাবা আমাদের আত্মাকে নিয়ে যাবে । তাই তোমাদের লিখতে হবে যে, বেহদের বাবার থেকে এসে আশীর্বাদী বর্সা নিয়ে যাও । নিরাকার অক্ষর অবশ্যই লিখতে হবে । তোমরা জানো যে বাবা এখন এসেছেন এই কর্মক্ষেত্রে । আমরাও সেখান থেকেই আসি । সব আত্মারা, যারা অভিনেতা, সবাই অবিনশ্বর, অমর, তারা কখনোই মারা যায় না । এই কথা খুব ভালোভাবে নিশ্চিত হওয়া উচিত । আমরা শিব বাবার থেকে অনেকবার এই আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছি, আবারও নেবো । এই পুরুষার্থের দ্বারাই তোমরা জানতে পারো যে, শিব বাবাই আমাদের স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা দিচ্ছেন, তাহলে কেন তাঁর থেকে সেই বর্সা নিচ্ছো না ? বাবা এবং তাঁর বর্সাকে স্মরণ করলে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে । বাকি রাম - রাম করলে থোড়াই মুক্তি হয়ে যাবে । কাগজে লেখা হয় -- অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছেন । তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, তোমরা স্বর্গ কাকে বলো ? এ তো নরক, তাহলে পুনর্জন্ম অবশ্যই নরকে নেবে । স্বর্গ থাকলে পুনর্জন্ম অবশ্যই স্বর্গে নেবে । যদি কেউ দেহত্যাগ করে, নরক থেকে স্বর্গে যায়, সেখানে তো সে অনেক বৈভব পাবে । তাহলে নরকের বৈভব দেওয়ার জন্য তাকে কেন স্বর্গ থেকে নরকে ডাকো ? তাদের নরকের ভোজন করালে তেমনই বুদ্ধি হয়ে যাবে । যেমন অন্ন তেমন মন হয়ে যাবে । স্বর্গে তো দুধ - ঘিয়ের নদী বইতে থাকে । তোমরা তো এখানে কেরোসিনের তৈরী খাবার খাওয়াবে । শ্রীনাথ দ্বারে খুব ভালো ঘিয়ের ভোগ দেওয়া হয় কেননা সেখানে রাধা - কৃষ্ণের চিত্র থাকে । তাই তাঁদের স্মরণে খুব সুন্দর ভাবে ভোগ নিবেদন করা হয় । এমন ভোগ আর কোথাও দেওয়া হয় না । জগন্নাথের মন্দিরে চালের ভোগ দেওয়া হয়, সেখানে বৈভব দেখানো হয় না । এখন তো নরক তাই এখানে দুঃখ । স্বর্গে তো সুখ ছিলো । বাবা তো খুব ভালোভাবে বোঝান কিন্তু ধারণা হয় নম্বরের ক্রমিক অনুসারে । এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । ড্রামা অনুসারে দাস - দাসীও তো হতে হবে । থার্ড ক্লাস টিকিটও তো কেউ না কেউ নেবে । ফার্স্টক্লাস তো সূর্যবংশী রাজধানী, সেকেন্ড ক্লাস চন্দ্রবংশী রাজধানী আর থার্ড ক্লাস হলো প্রজা । তাতেও নম্বরের ব্যাপার আছে । এখন যার যেমন টিকিট চাই, সে তো তেমনই নেবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সমান জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হতে হবে । বিদেহী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

২) বাবার স্মরণে থেকে বুদ্ধিকে পবিত্র করতে হবে । সর্বদা এই নেশাতেই থাকতে হবে যে, বেহদের বাবার থেকেআমরা ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি ।

বরদান :- প্রাপ্তির ইচ্ছা থেকে "ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা" হয়ে, সদা ভরপুর থেকে নিষ্কাম সেবাধারী হও

যে নিষ্কাম সেবাধারী হয় তার সামনে সর্ব প্রাপ্তি স্বত:ই আসে কিন্তু প্রাপ্তি যদিও বা আসে, তোমরা প্রাপ্তিকে স্বীকার করো না । যদি মনে ইচ্ছা থাকে তাহলে সর্ব প্রাপ্তি থাকা স্বত্তেও কম মনে হবে । সর্বদা নিজেকে খালি মনে হবে । তাই ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা হয়ে সর্ব প্রাপ্তিতে ভরপুর থাকো । এই সঙ্গম যুগে বাপদাদার দ্বারা যে অবিনাশী প্রাপ্তি হয়েছে, সেই প্রাপ্তির দোলায় সদা ঝুলতে থাকো তাহলে কোনো ভুল হবে না ।

স্লোগান :- নিজের অব্যক্ত স্থিতির দ্বারা অব্যক্ত আনন্দ, অব্যক্ত স্নেহ এবং অব্যক্ত শক্তি প্রাপ্ত করা সম্ভব ।